নানা সংকটের মধ্যে চলছে হরিণাকুন্ডু হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা

নানা সংকটের কারণে ব্যাহত হচ্ছে ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্যসেবা। চিকিৎসক ও জনবল সংকট, ওষুধের ঘাটতি এবং চিকিৎসকদের অনুপস্থিতির কারণে কাক্সিক্ষত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা রোগীরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চিকিৎসক সংকটের কারণে দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার বন্ধ রয়েছে। এক্স-রে মেশিন চালু থাকলেও নানা অজুহাতে তা সচল থাকে না নিয়মিত। পাশাপাশি প্যাথলজি পরীক্ষাও ঠিকভাবে সম্পন্ন হয় না। এমনকি পদায়ন থাকা সত্ত্বেও অনেক চিকিৎসক হাসপাতালে যান না বলে অভিযোগ রয়েছে।

উপজেলার দুর্লভপুর গ্রামে বাসিন্দা রহিম উদ্দিন বলেন, সকাল থেকে হাসপাতালে বসে আছি, কিন্তু এখনো ডাক্তার দেখাতে পারিনি।

আমরা গরিব মানুষ, বারবার শহরে গিয়ে চিকিৎসা নেওয়া সম্ভব না। এখানে ঠিকমতো সেবা পেলে আমাদের অনেক উপকার হতো।

হরিশপুর গ্রামে সালমা খাতুন বলেন, আমার বাচ্চাকে নিয়ে অনেক দূর থেকে এসেছি। ডাক্তার না থাকায় ঠিকভাবে চিকিৎসা পাচ্ছি না।

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বেসরকারি ক্লিনিকে যেতে হয়, যেখানে খরচ অনেক বেশি। এর আগেরদিন হাসপাতালে আসছিলাম। ডাক্তার এক্সরে করতে দিয়েছিলো। হাসপাতালে নাকি হয় না তাই বাইরে থেকে করতে হয়েছিলো।

উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. আলমগীর হোসেন বলেন, জনবল সঙ্কট আছে অজ্ঞান করা ডাক্তারসহ কিছু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্কট আছে তার পরেও সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। এক্◌্র-রে মেশিন ঠিক আছে, তবে মাঝে মাঝে যান্ত্রিক ত্রুটি থাকলে সমস্যা হতে পারে তবে আমরা যারা আছি সর্বোচ্চ আন্তরিকতা এবং শ্রমদিয়ে সেবার মান সর্বাধিক দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডা. মো. কামরুজ্জামান বলেন, হাসপাতালে যে ৩ জন চিকিৎসক ঠিক মত আসেন না তাদের ব্যাপারে

ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি হাসপাতালের সেবার মান বৃদ্ধিতে।

উল্লেখ্য, হরিণাকুন্ডু উপজেলার প্রায় আড়াই লাখ মানুষের চিকিৎসাসেবার জন্য ২০০৫ সালে হাসপাতালটি ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। এখানে অনুমোদিত ৩৩জন ডাক্তারের পোষ্ট থাকলেও ২২জন কর্মরত আছেন এবং মোট ১৬৭ জন জনবলের বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত আছেন মাত্র ৯৯ জন। প্রতি মাসে প্রায় ১৩ হাজারের বেশি রোগী এই হাসপাতাল থেকে সেবা নিচ্ছেন।

হরিণাকুণ্ডুতে খাল সংস্কার কর্মসুচীর উদ্বোধন

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন, পানি নিষ্কাশন ও কৃষকের সেচ সুবিধা নিশ্চিতে ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে দুটি খাল সংস্কার কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার (১১ এপ্রিল) সকালে উপজেলার ভায়না গ্রামের জটারখাল ও কিসমত ঘোড়াগাছা গ্রামের কাটাখালের সংস্কার কাজের উদ্বোধন করে জেলা পরিষদের প্রশাসক এ্যাড.এম এ মজিদ। সেসময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিদারুল আলম, পিআইও আজিজুর রহমান, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান মাস্টার, সাধারণ সম্পাদক তাইজাল হোসেন, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টুসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় ৬ দশমিক ২৪ কিলোমিটার এই খাল দুটি সংস্কারে ব্যয় ধরা হয়ে ১ কোটি ৬২ লাখ টাকা।

হরিণাকুন্ডুতে দু’দল গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষে আহত শতাধীক

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে দু’দল গ্রামবাসীর সংঘর্ষে অন্তত শতাধীক লোক আহত হয়েছে। গতকাল রোববার বিকেলে উপজেলার চরপাড়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মাঠে নামে বাংলাদেশ সোনাবাহিনী।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, শনিবার বিকেলে হরিণাকুন্ডুর চরপাড়া বাজারে মাছ কেনাবেচা নিয়ে চরপাড়া ও শৈলকুপা উপজেলার মাইলমারি গ্রামের লোকজনের মাধ্যে বাক-বিতন্ডা ও হাতাহাতি হয়।

এছাড়া রোববার সকালে পার্শবর্তী পোড়াহাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাইলমারি গ্রামের দুই ছাত্রকে মারধর করে চরপাড়া গ্রামের ৩ বহিরাগত ছাত্র। এরই জের ধরে দুই গ্রামের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ৩ ঘন্টার বেশি সময় ধরে চলা এই সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত শতাধীক লোক আহত হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহতদের উদ্ধার করে হরিণাকুন্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় অতিরিক্তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

হরিণাকুন্ডু থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম এ রউফ খান জানান, ঘটনার বিষয় শুনার পর চরপাড়া পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেও নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারায় পরবর্তীতে হরিনাকুন্ডু থানা থেকে অতিরিক্ত পুলিশ সহ আমি নিজেই ঘটনাস্থানে যায়।

পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীনির সহযোগিতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে।

হরিণাকুন্ডুতে কৃষি ব্যাংকের শাখা স্থানান্তর চেষ্টার প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার ভালকী বাজারে কৃষি ব্যাংকের শাখা অফিস স্থানান্তর চেষ্টার প্রতিবাদে এলাকাবাসি মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে।

আজ রোববার দুপুরে কাপাশহাটিয়া ইউনিয়নের ভালকী বাজারে ব্যাংকের শত শত গ্রাহক ও এলাবাসি এই কর্মসুচি পালন করেন।

মানববন্ধন শেষে ভালকী বাজারে আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধ ও সাবেক চেয়ারম্যান ইমদাদ হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল ইসলাম, মহিউদ্দীন মাষ্টার, স্থানীয় মসজিদের ইমাম কুতুব উদ্দীন মন্ডল, বিসিআইসি সার ডিলার আব্দুল খালেক, স্কুল শিক্ষক ফয়জুর রহমান ফয়েজ, মোয়াজ্জেম হোসেন, খালেদুর রহমান, জাফর আলতাফ সোনা, সোহরাব হোসেন মন্ডল, সাবেক ইউপি সদস্য সালাহউদ্দীন, প্রভাষক ওলিয়ার রহমান, মিজানুর রহমান ও লিন্টু মন্ডল।

ব্যক্তিগন বলেন, হরিণাকুন্ডুর ভালকী বাজার বহু পুরানো জনপদ। এখানে চাকরিজীবী ও বড় বড় ব্যবসায়ী রয়েছেন। এই ব্যাংকে তাদের একাউন্ট রয়েছে। ব্যাংকটি অন্যত্র স্থানান্তর করা হলে গ্রাহকরা নিরাপত্তহীনতায় পড়তে পারে। গ্রাহক ও গ্রামবাসি ব্যাংকটি যাতে অন্যত্র সরিয়ে না নেওয়া হয় সে বিষয়ে ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

হরিণাকুন্ডুতে সাপের কামড়ে যুবকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে সাপের কামড়ে হাবিবুর রহমান (২৬) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৩ টার দিকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। হাবিবুর রহমান পেশায় রাজমিস্ত্রী। তিনি রায়পাড়া উপজেলার ভাতুড়িয়া গ্রামের মৃত শমসের আলীর ছেলে।

প্রতিবেশী শামসুল ইসলাম জানান, হাবিবুর রহমান রাতে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিলো। রাত দেড় টার দিকে বিষধর সাপ তাকে ছোবল দেয়। জ্বালাযন্ত্রনা শুরু হলে পরিবারের লোকজন তাকে নিয়ে প্রথমে স্থানীয় এক ওঝার কাছে নেওয়ার চেষ্টা করে। অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে আনা হয়। রাত সাড়ে ৩ টার দিকে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

হরিণাকুন্ডু থানার ওসি মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

হরিণাকুন্ডুতে খাঁন ইট ভাটার ট্রাক্টর চাকায় পিষ্ট হয়ে কলেজ শিক্ষক নি*হত

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে ইট ভাটার ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে রেজাউল করিম নামের এক কলেজ শিক্ষক নিহত হয়েছে। আজ সোমবার সকালে উপজেলার কলাফোলা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রেজাউল করিম হরিণাকুন্ডু উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের যাদবপুর গ্রামের মৃত গণি মোল্লার ছেলে। তিনি সদর উপজেলার মল্লিক শহিদুল ইসলাম কারিগরি কলেজের শিক্ষক ছিলেন।

স্থানীয়রা জানায়, সকালে উপজেলার যাদবপুর গ্রাম থেকে কলেজ শিক্ষক রেজাউল করিম মোটরসাইকেলে সদর উপজেলার নগর বাথান যাচ্ছিলো। পথে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা খান ইট ভাটার ইটবোঝায় একটি ট্রাক্টর চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

হরিণাকুন্ডু থানার ওসি জিয়াউর রহমান জানান, দুর্ঘটনার ব্যাপারে হরিণাকুন্ডু থানায় সড়ক আইনে মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় গাড়িটি আটক করলেও চালক পলাতক রয়েছে।

হরিণাকুন্ডুতে কৃষক হত্যা মামলায় ৫ জনের যাবজ্জীবন, ৩ জনের ১০ বছরের কারাদন্ড

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুকে কৃষক আবু বকর হত্যা মামলায় ৫ জনের যাবজ্জীবন ও ৩ জনের ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড দিয়েছে আদালত। গতকাল রোববার দুপুরে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিচারক মোঃ বাহাউদ্দিন আহম্মেদ এ দন্ডাদেশ প্রদাণ করেন।

দন্ডিতরা হলো-হরিণাকুন্ডু উপজেলার গোপিনাথপুর গ্রামের মৃত আত্তাব আলীর ছেলে আক্কাচ আলী, আব্দুল বারীর ছেলে হাসিবুল ইসলাম, মৃত আবুল হোসেনের ছেলে রবিউল ইসলাম, মৃত ইউসুফ আলীর ছেলে ইউনুচ আলী, আলী মন্ডলের ছেলে কাশেম মিয়া, মৃত জনাব আলী মন্ডলের ছেলে মতিয়ার রহমান, মৃত ইলামদ্দি মন্ডলের ছেলে ইয়াকুব আলী, মৃত আবুল হোসেনের ছেলে সোলাইমান হোসেন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১২ সালের ১৭ মে হরিণাকুন্ডু উপজেলার গোপিনাথপুর গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে ওই গ্রামে কৃষক হাফিজুর রহমানের উপর হামলা চালায় প্রতিপক্ষরা। সেসময় অন্যরা ছুটে এলে কৃষক আবু বকরসহ আরও কয়েকজনকে কুপিয়ে যখম করে তারা। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে প্রথমে হরিণাকুন্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে কৃষক হাফিজুর রহমান ও আবু বকরের অবস্থার অবনতি হলে তাদের উন্নত

চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর মেডিকেলে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আবু বকর মারা যায়।

এ ঘটনায় ২১ মে নিহতের ভাই আবু তালেব বাদী হয়ে ১৬ জনকে আসামী করে হরিণাকুন্ডু থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করে। মামলায় দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে রোববার মামলার আসামী ওই গ্রামের আক্কাচ আলী, হাসিবুল, রবিউল ইসলাম, ইউনুস আলী ও কাশেমকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা এবং মতিয়ার রহমান, ইয়াকুব আলী, সোলাইমান হোসেনকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও ১০ হাজার টাকা করে জরিমানার আদেশ দেয় বিচারক। দন্ডিতদের মধ্যে হাসিবুল ইসলাম পলাতক রয়েছে। মামলার অন্য আসামীদের বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।

হরিণাকুন্ডুতে স্কুলছাত্রীকে ধ*র্ষ*ণের অভিযোগ

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে ৯ বছর বয়সী এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। গতকাল বুধবার রাতে শিশু শিশুটিকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

স্বজনরা জানায়, হরিণাকুন্ডু উপজেলার রূপদাহ গ্রামের ২য় শ্রেণীতে পড়ুয়া স্কুলছাত্রী বুধবার স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলো। ফেরার পথে শিশুটিকে ফুসলিয়ে মাঠের মধ্যে নিয়ে যায় একই গ্রামের প্রতিবেশী রমজান। সেখানে শিশুটিকে ধর্ষণ করে। পরে মাঠ থেকে সবজি তুলে দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। নির্যাতনের বিষয়টি শিশুটি রাতে পরিবারের কাছে জানালে রাতেই তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

নির্যাতিতার পিতা বলেন, অভিযুক্ত রমজান এর আগেও এলাকায় একই ধরনের অপরাধ করেছে। তিনি খুবই খারাপ প্রকৃতির লোক। আমরা চাই তাকে দ্রুত গ্রেফতার করা হোক। আমরা তার কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

হরিণাকুন্ডু থানার ওসি জিয়াউর রহমান বলেন, ৯ বছর বয়সী এক শিশু ধর্ষনের শিকার হয়েছে এমন খবর পেয়েছি। তবে পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ আসে নি। লিখিত অভিযোগ পেলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ

করা হবে।

হরিণাকুন্ডুতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সাথে প্রতারণার প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে এইচএসসি পাশ অফিস সহকারী দিয়ে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান করানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। উপজেলার রিশখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর উজ্জল হোসেনের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করেছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

আজ রোববার সকালে ওই বিদ্যালয়ের সামনে সড়কের ওপর ঘন্টাব্যাপী এক মানববন্ধনে এই অভিযোগ করেন তারা। এ সময় জাল সনদে ও নীতিমালা বহির্ভুতভাবে কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে চাকরি করার অভিযোগ এনে তাদের অপসারণ ও ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচনের নামে টিআর সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও ঘুষ বানিজ্যের অভিযোগও করা হয়। মানববন্ধনে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ওই বিদ্যালয়ের অভিভাবক, শিক্ষার্থী, জনপ্রতিনিধিসহ নানা শ্রেণি ও পেশার মানুষ অংশ নেয়।

জাকিয়া সুলতানা নামে নবম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী অভিযোগ করেন, তাদের বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক নিয়মিত ক্লাসে পাঠদান করান না। কেরানি দিয়ে তাদের পাঠদান করানো হয়। এতে তাদের পড়ালেখার ক্ষতি হচ্ছে।

জাফর ইকবাল নামে এক অভিভাবক দাবি করেন, প্রতিষ্ঠানটির ৩জন শিক্ষক স্থানীয় সামাজিক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। তাদের মধ্যে আবুল কালাম আজাদ ও মরিয়ম নেসা নামে ২জনের নিয়োগ অবৈধ। তারা নীতিমালা বহির্ভুত ও জাল সনদে বছরের পর বছর ধরে অবৈধভাবে শিক্ষকতা করছেন।

শহিদুল ইসলাম নামে আরও এক অভিভাবক দাবি করেন, আবুল হাসান, আবুল কালাম আজাদ ও মরিয়ন নেসা নামে তিন শিক্ষক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা

কমিটির শিক্ষক প্রতিনিধি। গত ২ সেপ্টেম্বর বিদ্যালয়ের অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচন হয়। নির্বাচনে অভিভাবকদের ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্যানেলকে সমর্থন না দিয়ে অবৈধভাবে অর্থনৈতিক লেনদেনের মাধ্যমে তারা ভোটদানে বিরত থাকেন। এর আগেও একই কারনে ম্যানেজিং কমিটি গঠন করা সম্ভব হয়নি। ফলে নিয়মিত ম্যানেজিং কমিটি না থাকার কারনে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ দাবি করেন, বিদ্যালয়টিতে দীর্ঘ বছর ধরে ৩জন শিক্ষক চাকরি করছেন। তাদের দুইজন জাল সনদে এবং একজন নীতিমালা বহির্ভুতভাবে নিয়োগ পেয়েছেন। এছাড়া উজ্জল হোসেন নামে একজন অফিস সহকারীও জাল সনদে চাকরি করছেন। তিনি অফিস সহকারী হয়েও ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির ক্লাস নেন।

এ বিষয়ে অফিস সহকারী উজ্জল হোসেন ক্লাস নেওয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, প্রধান শিক্ষকের নির্দেশে আমি নিয়মিত ৬ষ্ঠ শ্রেণির বিজ্ঞান ও ৭ম শ্রেণির গণিতের ক্লাস নিই। সহকারী শিক্ষক ও টিআর প্রতিনিধি আবুল কালাম আজাদ নীতিমালা বহির্ভুতভাবে চাকরি করার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তিনি বৈধভাবে দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে চাকরি করছেন। আর অর্থনৈতিক লেনদেনের মাধ্যমে কমিটি গঠনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অভিযোগও সঠিক নয়।

প্রধান শিক্ষক জীবন কুমার দে বলেন, যখন ওই শিক্ষকদের নিয়োগ হয় তখন আমি প্রধান শিক্ষক ছিলাম না। তাই তাদের নিয়োগ বৈধ কিনা আমি সেটা বলতে পারছি না। তবে মাঝে মাঝে কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত না হলে কেরানি দিয়ে পাঠদান করানো হয়।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল বারী বলেন, এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।